The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

শিক্ষণ ও শিখনের কৌশল: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

[Teaching and Learning Strategies: Islamic Perspective]

Dr. Md. Shafiqul Islam
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 28 January 2025
Received in revised: 05 May 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Teaching, Learning, Strategies, Islamic Perspective.

ABSTRACT

Teaching and Learning are not only a sum up of norms and values but also a societal institution that provides mental, physical, ideological, and ethical training to us. It enlightens individuals about the goals and purposes of life and prepares them to achieve those objectives. In Islam, education involves fostering a value-rich perspective and determining appropriate life goals. Islamic education is founded on the concept of *Tawhid* (monotheism). It aims to prepare individuals to fulfill their responsibilities as the representatives of Allah on the Earth. Moreover, it distinguishes human being from the other creations. In short, the true aim of Islamic education is to make mankind completely obedience to Allah. The effectiveness of any educational system largely depends on the relationship between teachers and students. Students are expected to hold deep respect for their teachers, while teachers should show love and affection toward their students. Thus, teachers bear immense responsibility. It is often stated that the reputation of an educational institution depends on the qualities of its teachers. Therefore, any reform in the education sector must begin with improving teachers' abilities following Islamic rules and regulations. In Islamic education, the role of teachers is even more crucial than in other systems. For a Muslim, teaching is a sacred profession. Muslim teachers cannot perform their responsibilities half-heartedly or inconsistently. Islamic education requires teachers who are ideal role models for their students. They must be pious, uphold social values, possess a profound understanding of Islamic perspectives, adhere to the principles of Islamic Shariah, and demonstrate insightful and competent explanations of their subjects. Teaching and Learning Strategies: Islamic Perspective will be mentioned in the article.

ভূমিকা

শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতিকে আত্মসচেতন করে। 'শিক্ষণ' (Teaching) এবং 'শিখন' (Learning) পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষণ হলো শিক্ষক কর্তৃক জ্ঞান, নীতি ও দিকনির্দেশনা প্রদানের প্রক্রিয়া; আর শিখন হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে সেই জ্ঞান ও নীতির আত্মস্থকরণ এবং প্রয়োগ। শিক্ষা মানুষকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন করে তোলে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাকে প্রস্তুত করে। ইসলামে শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মাঝে মূল্যবোধসমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও জীবনের উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণের কৌশল। ইসলামী শিক্ষা 'তাওহীদ' বা একাত্ববাদের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে। অধিকন্ত শিক্ষা মানুষকে পশু থেকে স্বতন্ত্র করে। সংক্ষেপে, ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য সৃষ্টি করা। শুধু বই পড়া বা পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করাই শিক্ষা নয়। সত্যিকার শিক্ষা হলো এমন কিছু শেখা, যা মানুষকে ভালো ও নৈতিকতাসম্পর্ণ মানুষ এবং আল্লাহভীরু বানায়। ইসলাম শিক্ষাকে শুধু দুনিয়াবি প্রয়োজন নয়, বরং আখিরাতের জন্যও অপরিহার্য বলে মনে করে। কোনো শিক্ষা ব্যবস্থাই যোগ্য শিক্ষক ছাড়া উন্নত হতে পারে না। উপযুক্ত দক্ষ ও উৎসাহী শিক্ষকের উপরই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করে। শিশুদের দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা সবকিছুই কুমারের কাদামাটির চাইতেও সহজে পরিবর্তনশীল। এ শিশুদের দায়িত্বই শিক্ষকদের নিকট বিশ্বস্ততার সাথে অর্পন করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ওপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল। শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর পরম শ্রদ্ধাবোধ এবং শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের ভালোবাসা ও স্নেহের প্রতি যথেষ্ঠ গুরুত্বারোপ করা হয়। সুতরাং শিক্ষকের রয়েছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ

দায়িত্ব। ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করতে শিক্ষণ (Teaching) এবং শিখন (Learning)-এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অপরিহার্য। 'শিক্ষণ ও শিখন' বিষয়ক অত্র প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। যথা- ১. ইসলামে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য ২. শিক্ষণ কৌশলসমূহ ৩. শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা ও তাদের গুণাবলী ৪. শিক্ষার্থীর দায়িত্ব ৫. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের গুরুত্ব।

১. ইসলামে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য

শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও মানবকল্যাণ। এ জন্য দরকার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও একত্ববাদের (তাওহীদের) ধারণাকে দৃঢ় করা । মানুষ যাতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারে, সে জন্য তার মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক গঠন সুদৃঢ় করতে হয়। এ শিক্ষাই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে, কারণ পশুরা শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণে ব্যস্ত থাকে, অথচ মানুষ নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ জীবনযাপনে সক্ষম হয়। সুতরাং, ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল পেশাজীবী তৈরি নয়; বরং পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে মানবজাতি আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নত হয় এবং আল্লাহর খলিফা হিসেবে সুন্দর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

ইসলামে শিক্ষা কোনো পার্থিব চাহিদা পূরণের একক উপায় নয়; বরং এটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ চরিত্র গঠন, স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি এবং মানবজীবনকে আল্লাহর বিধানের আলোকে গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণকে ঈমানদারের অপরিহার্য দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছে। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো:

ক. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা: ইসলামী শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তরকে তাওহীদের জ্ঞান দ্বারা আলোকিত করা। অর্থাৎ একক আল্লাহর উপাসনা ও তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য।'[১] অতএব, শিক্ষা মানুষের ভেতর আল্লাহর প্রতি সচেতনতা (তাকওয়া) গড়ে তোলে, যা তাকে সঠিক ও ন্যায়পরায়ণ জীবনের পথে পরিচালিত করে।

খ. জ্ঞানার্জন ও মানবকল্যাণ: ইসলামী শিক্ষার আরেকটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো মানুষকে জ্ঞানী করে তোলা, যাতে সে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে এবং মানবজাতির কল্যাণে তা ব্যবহার করে। প্রথম ওহি 'ইকরা' (اِقْرَأْ) 'পড়ো' এর মাধ্যমে এ নির্দেশ স্পষ্ট। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?'[২] অতএব, ইসলামে শিক্ষা কোনো শ্রেণির জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য বাধ্যতামূলক।

গ. নৈতিক চরিত্র গঠন: ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের নৈতিকতা শুদ্ধ করা এবং পাপ থেকে দূরে রাখা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'আমি সুন্দর চরিত্র সম্পূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি।'[৩] এই হাদীসে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা মানুষের বাহ্যিক জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি তার অন্তরকে শুদ্ধ করে।

ঘ. আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা: ইসলামে বিশ্বাস করা হয়, মানুষকে দুনিয়ার প্রতিনিধি (খলিফা) করা হয়েছে। এ ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে হলে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তি এবং নৈতিকতা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি স্থাপন করতে যাচ্ছি।'[৪] সুতরাং, শিক্ষাই মানুষের মধ্যে এই খলিফার ভূমিকা পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি করে।

ঙ. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ: ইসলামী শিক্ষার সর্বশেষ ও সমন্বিত উদ্দেশ্য হলো পার্থিব জীবন ও পরকালের চূড়ান্ত কল্যাণ নিশ্চিত করা। আল্লাহর বিধান ও রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে জীবন গড়াই প্রকৃত সফলতা। তাই মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি পবিত্র রূপে গড়ে উঠল এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করল, সে অবশ্যই সফল।'[৫]

২. শিক্ষণ কৌশলসমূহ

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কেবল বইপত্রের জ্ঞান প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি শিক্ষার্থীকে মানসিক, চারিত্রিক ও আত্মিকভাবে গড়ে তোলার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া। ইসলামী শিক্ষণ কৌশলসমূহ মূলত কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা. এর ব্যবহারিক শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তিতে বিকাশিত। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান এ পদ্ধতিগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে।

ক. নিয়তের বিশুদ্ধতা: ইসলামী শিক্ষণ ও শিখনের প্রাথমিক শর্ত হলো নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'নিশ্চয়ই সকল কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল।'[৬] অতএব শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও মানবকল্যাণ।

খ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি: শিক্ষার্থীকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে রাসূলুল্লাহ সা. প্রশ্ন করতেন এবং উত্তরের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করতেন। যেমন- জিবরাইল আ. মানুষের নিকট ইসলামের মূল শিক্ষা পৌঁছাতে রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে মানুষের আকৃতিতে আগমন করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।[৭] এছাড়া রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আবার সাহাবীগণও মুক্ত মনে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন এবং তিনি ধৈর্যের সাথে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন।[৮]

গ. গল্প বা কাসাস পদ্ধতি: আল-কুরআনে বিভিন্ন নবী-রাসূলের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়েছে। যেমন- ইউসূফ আ.-এর কাহিনীকে 'আহসানুল কাসাস' (সুন্দরতম কাহিনী) বলা হয়েছে।[৯] এই কৌশল শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।

ঘ. মডেল বা প্রদর্শনমূলক শিক্ষা: রাসূলুল্লাহ সা. নিজেই প্রতিটি বিষয়ে হাতে-কলমে তথা অনুশীলন দেখিয়ে শিখাতেন। উদাহরণ: সালাত, অজু, হজ্জ ইত্যাদি হাতে-কলমে শিক্ষা দিন।

ঙ. শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা বিবেচনার মাধ্যমে শিক্ষা: রাসূলুল্লাহ সা. কখনোই একসাথে জটিল বিষয় শেখাতেন না। তিনি মানুষের মানসিক অবস্থা বিবেচনার মাধ্যমে তাদের গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী সহজ থেকে কঠিনের দিকে অগ্রসর হতেন। অর্থাৎ ইসলামে শিক্ষার একটি মৌলিক নীতি হলো ধাপে ধাপে শেখানো। যেমন- মদ হারাম হওয়ার বিধান একদিনে নাযিল হয়নি; ধাপে ধাপে মানুষকে প্রস্তুত করা হয়েছে।[১০]

চ. উদাহরণ ও উপমা ব্যবহার: বোধগম্যতা বৃদ্ধির জন্য রাসূলুল্লাহ সা. উপমা ব্যবহার করতেন। এতে শিক্ষার্থীরা তত্ত্বকে বাস্তব জীবনের সাথে মিলিয়ে সহজে বুঝতে পারত। যেমন- মুমিনের দৃষ্টান্ত খেজুর গাছের সাথে তুলনা।[১১]

ছ. পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন: শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ীভাবে ধারণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. বারবার কোনো বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতেন। যেমন- কিছু দু'আ তিনবার করে পড়ার শিক্ষা।[১২]

জ. নৈতিক আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা: রাসূলুল্লাহ সা. এর সবচেয়ে শক্তিশালী কৌশল ছিল নৈতিক আচরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান। নিজ জীবনাচরণের দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত আদর্শে রূপান্তরিত করেছেন। তাই মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[১৩]

অতএব, ইসলামী শিক্ষণ কৌশলসমূহ যুগোপযোগী ও কার্যকর। এগুলো শিক্ষার্থীকে কেবল জ্ঞানী নয়, আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলে। এ কারণে আধুনিক পদ্ধতিগত শিক্ষা ব্যবস্থাও এগুলোর অনুসরণ করে বিভিন্ন টেকনিক যেমন: গাইডেড ডিসকাশন, এক্টিভ লার্নিং, প্রজেক্ট বেসড লার্নিং ইত্যাদিতে।

৩. শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা ও তাদের গুণাবলী

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা সর্বদাই শিক্ষকের গুণাবলী ও দক্ষতা উন্নয়নকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। একজন শিক্ষক শুধু তথ্য সরবরাহকারী নন, বরং তিনিই আলোকবর্তিকা যিনি শিক্ষার্থীদের হৃদয় ও মননকে আলোকিত করেন, সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করেন। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষকের যোগ্যতা উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। একজন শিক্ষককে হতে হবে: তাওহীদের চেতনায় বিশ্বাসী, পরহেজগার ও নৈতিকভাবে দৃঢ়,সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী ও যুগোপযোগী, শিক্ষাদানে দক্ষ ও সহমর্মী, সদালাপী, ধৈর্যশীল ও কোমল হৃদয়ের হবেন। রাসূলুল্লাহ সা. এর চরিত্র ছিল শিক্ষার সর্বোত্তম মডেল। শিক্ষকের আচরণই শিক্ষার্থীর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আমি একজন শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[১৪] অতএব, ইসলামে শিক্ষকের ভূমিকা এক মহান দায়িত্ব ও আমানত হিসেবে স্বীকৃত। সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে হলে একজন শিক্ষককে কিছু মৌলিক গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, যা অর্জনের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন অপরিহার্য। একজন শিক্ষককের মৌলিক গুণাবলী তথা তার আবশ্যকীয় করণীয় বিষয়সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. তাওহীদের চেতনায় বিশ্বাসী: ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। একজন শিক্ষককে সর্বপ্রথম তাওহীদের বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে এবং এই বিশ্বাস শিক্ষাদানের সর্বস্তরে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তাঁর কথাবার্তা, আচরণ ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে তাওহীদের বাণী স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে খাঁটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং তারা একক সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।'[১৫]

খ. পরহেজগার ও নৈতিকভাবে দৃঢ়: আদর্শ শিক্ষক সর্বাগ্রে একজন খাঁটি ঈমানদার ও পরহেজগার হওয়ার চেষ্টা করেন। একজন শিক্ষকই শিক্ষার্থীকে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ এবং উম্মাহর জ্ঞানভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞান প্রাপ্ত, তাদের মর্যাদা উচ্চ করবে।'[১৬] এ আয়াত প্রমাণ করে, শিক্ষক ও শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে মর্যাদার আসনে আসীন। ইমাম গাজ্জালী বলেন, 'শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর বাহ্যিক শিষ্টাচার ও অভ্যন্তরীণ চরিত্র উভয় দিক গঠন করা।'[১৭] শিক্ষকের আচরণই শিক্ষার্থীর আচরণের মডেল হয়ে ওঠে।

গ. দায়িত্বশীলতা ও বিশ্বস্ততা: শিক্ষকতার পেশা একটি বড় আমানত। এটি রক্ষা করা জরুরী। তাই মহান আল্লাহ আমানতদারীতা প্রসঙ্গে বলেন, 'তোমরা আমানতগুলো তাদের যোগ্যদের কাছে ফিরিয়ে দাও।'[১৮] শিক্ষার্থী হলো জাতির ভবিষ্যৎ, তাই তাদের মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব। তাঁদেরকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং শিক্ষার্থীর উন্নতি ও কল্যাণকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেকের জিম্মায় তার অধীনস্থরা।'[১৯]

ঘ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী ও যুগোপযোগী: একজন শিক্ষককে অবশ্যই নিজ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখার পাশাপাশি যুগোপযোগী জ্ঞান ও পদ্ধতিগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

ঙ. শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মী প্রদর্শন: আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল হবেন। এতে শিক্ষার্থীর শেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। রাসূলুল্লাহ সা. এর শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাসূলুল্লাহ সা. কাউকে শিক্ষা দিতে গিয়ে কখনো রূঢ় হননি, বরং ভালোবাসা ও সহানুভূতিতেই তাদের সংশোধন করতেন। যেমন- বেদুঈনের মসজিদে প্রস্রাবের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সা. ধৈর্য সহকারে বুঝিয়েছেন।[২০]

চ. সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা ও উপস্থাপন দক্ষতা একজন আদর্শ শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোর পূর্বে পরিকল্পনা তৈরি করেন। বিষয়বস্তুকে সহজ, আকর্ষণীয় ও পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপন করেন।

ছ. কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা: শিক্ষক যা বলবেন, তা তিনি বাস্তবায়ন করবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বলো যা তোমরা করো না?'[২১] এটি শিক্ষকের জন্য সতর্কবার্তা হলো, নিজের কথা ও কাজে মিল রাখতে হবে।

জ. শিক্ষার্থীর অবস্থার প্রতি মনোযোগ: আদর্শ শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসিক ও সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনা করে শিক্ষা দেন। তিনি দুর্বল শিক্ষার্থীকে অগ্রাধিকার দেন, মনোবল জোগান ও সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন।

ঝ. শিষ্যকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা: ইসলামী দৃষ্টিকোণে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য শুধু চাকরি নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি লাভ। এ লক্ষ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর দৃষ্টি সম্প্রসারণ করে দেন।

ঞ. প্রযুক্তি ও আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার: ইসলামী শিক্ষাদর্শন প্রাচীন হলেও তার বাস্তবায়নে যুগোপযোগী কৌশল ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। একজন আদর্শ শিক্ষক ক্লাসরুমে অডিও-ভিজুয়াল উপকরণ, ইন্টারেক্টিভ লার্নিং ও ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

ট. সামাজিক ও আধ্যাতিক নেতৃত্ব: একজন আদর্শ শিক্ষক সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেয়। তারই মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজসেবী, সৎ এবং আল্লাহভীরু নাগরিকে পরিণত হয়। তাই শিক্ষকের আচরণ, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অতএব, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শ শিক্ষক হলেন সমাজ ও উম্মাহর উন্নয়নের স্তম্ভ। তার আচার, চরিত্র, দক্ষতা ও আত্মিক শক্তিই শিক্ষার্থীর মধ্যে আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার মূল উপাদান। তার আচরণ, চিন্তাশীলতা, দক্ষতা ও উদারতা শিক্ষার্থীর জীবনে দীপ্তিমান আলোর মতো কাজ করে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা তাই সর্বদা শিক্ষককে উন্নত গুণাবলীর অধিকারী করে গড়ে তোলার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে।

৪. শিক্ষার্থীর দায়িত্ব

ইসলামী দৃষ্টিকোণে শিক্ষার্থীকে হতে হবে বিনয়ী, অধ্যবসায়ী ও দায়িত্বশীল। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আদব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার্থীর আচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষকের প্রতি আনুগত্যের পরিচায়ক। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী কেবল একজন শিখতে-ইচ্ছুক ব্যক্তি নয়, বরং এক বিশ্বস্ত আমানতদারও বটে। শিক্ষার্থীকে যে জ্ঞান ও নৈতিকতা শেখানো হয়, তা যথাযথভাবে আত্মস্থ করা, চরিত্রে প্রতিফলিত করা এবং সমাজে বাস্তবায়ন করা তার প্রধান দায়িত্ব। ইসলামে শিক্ষার্থীর দায়িত্বকে শুধু একাডেমিক সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং আত্মিক উন্নতি, নৈতিক উৎকর্ষ ও সমাজকল্যাণের প্রতি দায়িত্বশীলতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

ক. জ্ঞানার্জনের প্রতি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা: একজন শিক্ষার্থীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো জ্ঞানার্জনে আন্তরিক ও একাগ্রচিত্ত হওয়া। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।'[২২] অতএব, পড়াশোনায় কখনো অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়।

খ. শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা: শিক্ষার্থীকে শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ইমাম মালেক রহ.-এর শিক্ষার্থীরা এমন বিনয়ী ছিলেন যে, তার সামনে বই উল্টিয়ে খোলা বা উচ্চস্বরে কথা বলা থেকেও বিরত থাকতেন।

গ. মনোযোগী ও নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিতি: শিক্ষার্থীকে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে, মনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনতে হবে এবং সঠিকভাবে নোট রাখতে হবে।

ঘ. আত্মসংযম ও শিষ্টাচার: শিক্ষার্থীকে সর্বদা শিষ্টাচার চর্চা করতে হবে। কথাবার্তায় নম্রতা, বড়দের সম্মান ও সহপাঠীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা ইসলামী শিক্ষার অংশ।

ঙ. শিখিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ: ইসলামী শিক্ষায় জ্ঞানার্জন মানেই তা জীবনপ্রয়োগে বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন: 'তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা করো না?'[২৩] জ্ঞান থাকলেও তা কাজে না লাগালে কোনো সুফল পাওয়া যায় না।

চ. সময়ের সঠিক ব্যবহার: শিক্ষার্থীর উচিত সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করা। অযথা আড্ডা, বিনোদন ও অপচয় থেকে বিরত থেকে পাঠে মনোনিবেশ করতে হবে। ইমাম শাফী রহ. বলেছেন, 'সময় তরবারির মতো, তুমি যদি একে কাজে না লাগাও, তবে সে তোমাকে কেটে ফেলবে।'

জ. সৎসঙ্গ ও ভালো পরিবেশ নির্বাচন: শিক্ষার্থীর উচিত সৎ ও নেককার সঙ্গী নির্বাচন করা। কারণ খারাপ সঙ্গী জ্ঞানার্জনের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের ওপর থাকে, সুতরাং তোমরা কাকে বন্ধু বানাচ্ছো সে বিষয়ে সতর্ক হও।"[২৪]

ঝ. দু'আ ও ইস্তেগফার: ইসলামী শিক্ষা দর্শনে দু'আ ও ইস্তেগফার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর উচিত আল্লাহর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাঁর শিখানো দু'আ নিয়মিত পাঠ করা: (রব্বি যিদনী ইলমা) 'হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।'[২৫]

অতএব, শিক্ষার্থীই হলো শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ। তার আন্তরিকতা, শিষ্টাচার, একাগ্রতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগানোর সক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে একটি শিক্ষিত ও নৈতিক সমাজের ভিত্তি রচনা। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের তৃষ্ণার্ত ও নৈতিকতাসম্পন্ন বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বদা উৎসাহিত করে।

৫. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের গুরুত্ব

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বাস করা হয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটি পরিবারের বন্ধনের মতো। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা শিক্ষার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। একটি কার্যকর ও অর্থবহ শিক্ষা ব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সুস্থ, বন্ধুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় এই সম্পর্ককে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, এটি শুধু বিদ্যা দান ও গ্রহণের সম্পর্ক নয়, বরং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শ চরিত্র গঠনের পবিত্র সম্পর্ক হিসেবেই গণ্য করা হয়। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড। বিশেষত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় এই সম্পর্কটি পবিত্র আমানত ও আদর্শিক বন্ধনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়, নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা পায় এবং একজন যোগ্য মানুষ হিসেবে সমাজে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

ক. পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদা: শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। একইভাবে শিক্ষকও শিক্ষার্থীর প্রতি স্নেহশীল হবেন। শিক্ষকের প্রেমময় আচরণ শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বৃদ্ধি করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর দুর্বলতা গোপন রাখবেন এবং তাকে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে সহায়তা করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন, চরিত্রগঠন ও মানসিক বিকাশের জন্য সর্বদা দায়িত্বশীল থাকবেন। শিক্ষার্থীও শিক্ষকের নির্দেশনা মেনে চলবে।

খ. বিশ্বস্ততা ও আমানতদারি: শিক্ষক ছাত্রের কাছে জ্ঞানের বিশ্বস্ত বাহক, আর ছাত্র শিক্ষকের কাছে জ্ঞানের আমানত গ্রহণ করে। উভয়ের মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা ও পারস্পরিক আস্থা সম্পর্কের ভিত্তি। ইমাম গাযযালী বলেছেন, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আমানতদারি ভঙ্গ হলে জ্ঞানলাভ অর্থহীন হয়ে যায়।

গ. ভালোবাসা ও সহানুভূতি: রাসুলুল্লাহ সা. ছিলেন শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ দিকনির্দেশক। তিনি সহচরদের (সাহাবাদের) সঙ্গে দয়ার আচরণ করেছেন এবং প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষকের দায়িত্ব হলো ছাত্রদের প্রতি পিতৃসুলভ ভালোবাসা ও ধৈর্যের আচরণ করা। পক্ষান্তরে, ছাত্রকেও শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করতে হবে।

ঘ. দায়িত্ববোধ: শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো উভয়ের দায়িত্বশীলতা। শিক্ষককে ছাত্রদের জ্ঞান, নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব নিতে হয়, আর ছাত্রের দায়িত্ব হলো মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন এবং নির্দেশনা অনুসরণ করা।

ঙ. জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিকতা: ইসলামী শিক্ষা দর্শনে শিক্ষক হলেন জ্ঞানের ধারাবাহিক সংরক্ষক। ছাত্রের সাথে শিক্ষক যে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, তা একটি নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের শৃঙ্খল রক্ষার মাধ্যম। এজন্য প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে আত্মিক বন্ধন জ্ঞানের পবিত্রতা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

চ. নৈতিক আদর্শ গঠনের মাধ্যম: শিক্ষক কেবল পাঠ্যবই পড়ান না, বরং জীবন্ত নৈতিক আদর্শ উপস্থাপন করেন। ছাত্ররা তাদের শিক্ষককে অনুসরণ করে চরিত্র গঠন করে। তাই এই সম্পর্ক নৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

ছ. ইসলামী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: রাসুল সা. ছিলেন শিক্ষক, আর সাহাবারা ছিলেন তার অনুগত শিক্ষার্থী। সাহাবারা এতটাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, কেউ কখনো উচ্চস্বরে কথা বলতো না, এমনকি রাসুল সা. এর সামনে বসার নিয়মও শিখতো। এছাড়া ইসলামের স্বর্ণযুগে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফী, ইমাম গায্জালী প্রমুখ উলামা ছাত্রদের সাথে যে সম্মানজনক ও নৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, তা আজও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হলো গাছের শিকড় ও পাতার সম্পর্কের মতো – শিকড় শক্ত হলে গাছ সবল হয়, পাতা সতেজ থাকে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা তাই সর্বদা বলে, 'শিক্ষক হবেন নৈতিক ও জ্ঞানসমৃদ্ধ, শিক্ষার্থী হবেন বিনয়ী ও আন্তরিক।' এই সম্পর্কের উপরই একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা টিকে থাকে ও সমাজ আলোকিত হয়।

৬. উপসংহার

ইসলামী শিক্ষণ ও শিখন কৌশল শুধু একটি জ্ঞানের পদ্ধতি নয় বরং এটি একটি যুগান্তকারী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানুষকে উন্নত চরিত্রে গড়ে তোলা। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যদি ইসলামী পদ্ধতির মূলনীতি-আখলাক, তাকওয়া, চিন্তাশীলতা এবং বাস্তবচর্চা জুড়ে দেওয়া যায়, তবে সমাজে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ গড়ে উঠবে। ইসলাম শিক্ষা ও শেখাকে জীবনের অপরিহার্য অংশ মনে করে। ইসলামী শিক্ষণ কৌশলগুলো যেমন- গল্প, প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা এসব আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সহজেই মিশে যায়। তাই আমরা যদি এসব কৌশল ব্যবহার করে পাঠদান করি, তাহলে নতুন প্রজন্ম শুধু তথ্যশিক্ষা নয়, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক শিক্ষায় গড়ে উঠবে। ইসলাম শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে। শিক্ষণ ও শিখন উভয়ই পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একজন পরহেজগার, দক্ষ ও সদাশয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর চরিত্র ও মানসিক বিকাশের মূল কারিগর। রাসূলুল্লাহ সা. এবং তাঁর সাহাবীগণের শিক্ষণ ও শিখন কৌশলগুলো যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক। সুতরাং, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ও আধুনিক পদ্ধতিকে ইসলামী শিক্ষার মূল নীতির সাথে সংমিশ্রণ করে বর্তমান প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য। মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি সহায় হউন।

তথ্যনির্দেশ

১ মূল আয়াত: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ দ্রষ্টব্য. সূরাহ আয-যারিয়াত, ৫১: ৫৬।

২ মূল আয়াত: قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ দ্র. সূরাহ আয-যুমার, ৩৯: ৯।

৩ মূল আরবী: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ দ্র. আহমদ ইবন হাসান আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হাদীস ৭৬০৯; আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, হা. ৮৯৫২।

৪ সূরাহ আল-বাকারাহ, ২: ৩০।

৫ সূরাহ আল-আ'লা, ৮৭: ১৪-১৫।

৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, হা. ০১।

৭ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা. ০১।

৮ মুসনাদু আহমদ, হা. ৭৯৯২; সহীহ মুসলিম, হা. ২৫৫৮।

৯ সূরাহ ইউসূফ, ১২: ৩।

১০ মদ সম্পর্কিত নাযিলকৃত আয়াত: ১ম ধাপ: সূরাহ আল-বাকারাহ, ০২: ২১৯; ২য় ধাপ: সূরাহ আন-নিসা, ০৪: ৪৩; ৩য় ধাপ: সূরাহ আল-মায়িদা: ৯০-৯১।

১১ *সূহীহ আল-বুখারী*, হা. ৬২; *সহীহ মুসলিম*, হা. ২৮১১; *মুসনাদু আহমদ*, হা. ৪৫৯৯।।

১২ মূল আরবী: وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا দ্র. *সহীহ মুসলিম*, হা. ১৭৯৪।

১৩ সূরাহ আল-কালাম, ৬৮: ০৪।

১৪ মূল আরবি: إِنَّمَا بَعَثْتُ مُعَلِّمًا *সুনানু ইবন মাজাহ*, হা. ২২৯।

১৫ সূরাহ আয-যারিয়াত, ৫১: ৫৬।

১৬ সূরাহ আল-মুজাদিলা, ৫৮: ১১।

১৭ ইমাম আল-গাজালী, *ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তাবি.), পৃ. ৫৩-৫৫।

১৮ সূরাহ আন-নিসা, ০৪: ৫৮।

১৯ মূল হাদীস: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، দ্র. *সহীহ আল-বুখারী*, হা. ৭১৩৮; *জামিউত তিরমিযী*, হা. ১৭০৫, *সুনানু আবি দাউদ*, হা. ২৯২৮।

২০ *সহীহ মুসলিম*, হা. ২৮৫।

২১ সূরাহ আস-সাফ, ৬১: ২।

২২ মূল হাদীস: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ দ্র. *সুনানু ইবন মাজাহ* , হা. ২২৪।

২৩ সূরাহ আস-সাফ, ৬১: ২।

২৪ মূল হাদীস: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ দ্র. *সুনানু আবি দাউদ*, হা. ৪৮৩৩; *জামিউত তিরমিযী*, হা ২৩৭৮।

২৫ সূরাহ ত্বাহা, ২০: ১১৪।